বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

(প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট,১৯৭৪(২৫/১৯৭৪)এর অধীনে গঠিত)
৪০, তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

মামলা নং-৪/২০১৮

জনাব মুনতাসীর মামুন — ফরিয়াদী
পিতাঃ মরহুম মিসবাহউদ্দিন খান
ঠিকানাঃ বাসা ২৭, সড়ক নং ১৪/এ,
ধানমন্ডি,ঢাকা -১২০৯।

বনাম

জনাব মোঃ আহসান হাবীব — প্রতিপক্ষ
দৈনিক খোলা কাগজ
ঠিকানাঃ বসতি হরাইজন, এ্যাপার্টমেন্ট ১৮বি
বাসা নং-২১, সড়ক নং-১৭, বনানী, ঢাকা।

জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ ঃ

১। বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ — চেয়ারম্যান
২। জনাব স্বপন দাস গুপ্ত — সদস্য

ফরিয়াদী	ঃ জনাব এ কে রাশেদুল হক নিয়োজিত এডভোকেট উপস্থিত
প্রতিপক্ষ	ঃ জনাব মোঃ সৈকত হোসেন নিয়োজিত এডভোকেট উপস্থিত
শুনানীর তারিখ	ঃ ২৮/০৬/২০১৮খ্রিঃ
রায়ের তারিখ	ঃ ০৯ /০৮/২০১৮খ্রিঃ

রায়

ফরিয়াদীর আর্জিঃ
ফরিয়াদী "দৈনিক খোলা কাগজ" সংবাদপত্রের ০৭/০২/২০১৮ তারিখের **"বারকাত ও মুনতাসীর কান্ডে বাড়ছে বিষোদগার"** শিরোনামে নিবন্ধের মাধ্যমে আপত্তিজনক, অসত্য, কাল্পনিক এবং বানোয়াট তথ্য প্রকাশ করার বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা করেছেন।

বসতি হরাইজন থেকে প্রকাশিত "দৈনিক খোলা কাগজ" সংবাদপত্রে উপরোক্ত শিরোনামের সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে ফরিয়াদীকে জনসম্মুখে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা করা হয়েছে।
ফরিয়াদী নিবেদন করেন যে,
ফরিয়াদী মুনতাসীর মামুন উদ্দিন খান- মুনতাসীর মামুন নামেই পরিচিত এবং এ নামেই লেখালেখি করে থাকেন। ফরিয়াদী ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং ২০১৬ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ২০১৭ সাল থেকে তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ পান। ফরিয়াদী ১৯৬৩ সাল থেকে লেখালেখি করছেন এবং এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় ৩০০ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ১৯৬৩ সালে প্রেসিডেন্ট স্বর্ণ পদক, ১৯৯২ সালে সাহিত্যে সামগ্রিক অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার এবং ২০১১ সালে গবেষণায় অবদানের জন্য একুশে পদক পেয়েছেন।
ফরিয়াদী এই দীর্ঘ অধ্যাপনা ও লেখক জীবনে লেখালেখির কারণে আলোচনা সমালোচনার সম্মুখীন হলেও তিনি কখনও কোন সাংবাদিক বা সংবাদপত্রের প্রতিহিংসা-পরায়ণ আচরণ বা বিষোদগারের সম্মুখীন হননি। কিন্তু

সম্প্রতি **'দৈনিক খোলা কাগজ'** পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে যা বিভ্রান্তিকর, অসত্য, বানোয়াট, উদ্বেগমূলক, প্রতিহিংসা-পরায়ণ ও মানহানিকর।
দু-একজন সাংবাদিকের এ ধরনের উদ্দেশ্যমূলক, মানহানিকর প্রতিবেদন সাংবাদিক জগতের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয় সৃষ্টি করে যা কাম্য নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের প্রতিবেদন প্রকাশের বিরুদ্ধে ন্যায়মূলক বিচার ও প্রতিকার পেতে তিনি এ অভিযোগ দায়ের করেছেন।

খবরের শিরোনামে-**"বারকাত ও মুনতাসীর কান্ডে বাড়ছে বিষোদগার"** প্রথম পরিচ্ছেদে লেখা হয়েছে,
"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপকের কান্ডে মানুষ ক্ষুদ্ধ, বিব্রত এবং ব্যথিত। তাদের প্রতি সাধারণ মানুষের বিষোদগার বাড়ছে। ওই দুই শিক্ষক হলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. আবুল বারাকাত এবং ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন।"
প্রতিবেদক 'কান্ড' বলতে বুঝিয়েছেন জনতা ব্যাংকের ৫০০ কোটি টাকা ঋণ দেয়া ও ফারমার্স ব্যাংকের 'অনিয়ম'। পরবর্তী অনুচ্ছেদে ফারমার্স ব্যাংকের পরিচালনার সঙ্গে ফরিয়াদীর যুক্তআকার কথা বলা হয়েছে।

ফরিয়াদী নিবেদন করেন যে তিনি মোটেও ফারমার্স ব্যাংকের পরিচালক এবং ব্যাংকের পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত নন। অভিযোগের গুরুত্ব প্রমাণে এই অকিঞ্চিৎকর 'প্রমাণ' উপস্থাপন করা হয়েছে যা মোটেই সত্য নয়। মানুষ ব্যথিত ক্ষুদ্ধ হলে ফরিয়াদী রাষ্ট্র/সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বা বক্তব্য রাখতে পারতেন না।
'ফারমার্স ব্যাংক কান্ডে জড়িত মুনতাসীর মামুন' এই উপশিরোনামে বলা হয়েছে-
"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন এ ব্যাংকটির পরিচালক। পরিচালক হিসেবে তিনি ব্যাংকের জালিয়াতির দায় এড়াতে পারেন না।---
মুনতাসীর মামুন বিভিন্ন সময়ে অনেক উপদেশমূলক কথা বললেও তিনিও একজন লুটেরা বলে সবাই মনে করেন। তা না হলে তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পত্র পত্রিকায় কলাম লিখলেও ফারমার্স ব্যাংকের দুর্গতি নিয়ে কেন লিখছেন না। তিনি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সবচেয়ে বেশি বই লিখেছেন অথচ সুযোগ থাকলেও মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেননি।"

ফরিয়াদীর বক্তব্য হলো ফরিয়াদী মোটেও ফারমার্স ব্যাংকের পরিচালক ছিলেন না। দৈনিক খোলা কাগজ এর প্রতিবেদক অসত্য তথ্যের ভিত্তিতে ফরিয়াদীকে ফারমার্স ব্যাংকের পরিচালক হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে ফরিয়াদীর সম্মান নষ্ট করার লক্ষ্যে মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করেছেন। এই ক্ষেত্রে প্রতিবেদক ও সম্পাদক ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে অসত্য ও মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করে দেশের প্রচলিত আইন ও সাংবাদিকতা পেশার নৈতিকতা ভঙ্গ করেছেন।
এই প্রতিবেদনে ফরিয়াদীকে লুটেরা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধরনের বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা করে অপসাংবাদিকতা করেছেন এতে ফরিয়াদীর সম্মানহানি করেছেন।
তিনি উল্লেখ করেছেন ফরিয়াদী কী বিষয়ে লিখবে না লিখবে সেটি তো ফরিয়াদীর বিষয়। ফরিয়াদী যদি লুটেরা হন তা হলে ফরিয়াদী নিজের বিরুদ্ধে কীভাবে লিখবেন। এ ধরনের বক্তব্য অসত্য এবং বিভ্রান্তিকর।
তিনি আরও নিবেদন করেন যে, মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে লেখার সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার কোন সম্পর্ক নেই। ফারমার্স ব্যাংকের অনিয়ম নিয়ে লিখতে গিয়ে প্রতিবেদক বলেছে, মুক্তিযুদ্ধে অংশ না নেয়া অপরাধ। তা হলে ১৯৭১ সালে অবরুদ্ধ দেশে থাকা সাড়ে ছয় কোটি লোকই অপরাধী বলে সাব্যস্থ হবেন।
পুরো বক্তব্যে ফরিয়াদীকে বিশেষভাবে টার্গেট করে অসত্য ও উদ্দেশ্যমূলক প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। ফরিয়াদী সবসময় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন। নিজেও সাংবাদিক হিসেবে জীবন শুরু করেছেন। কিন্তু বিনা কারণে চরিত্রহনন কোন কাগজের উদ্দেশ্য হতে পারে না।
ফরিয়াদী নিবেদন করেন যে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদন দ্বারা ফরিয়াদীর ভাবমূর্তি নষ্ট করা হয়েছে।
ফরিয়াদী প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২ধারার আলোকে প্রতিকার পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করছেন।

প্রতিপক্ষের জবাবঃ
প্রতিপক্ষ ফরিয়াদীর বক্তব্য খন্ডন করে নিবেদন করেন যে, ফরিয়াদী অত্র মামলায় দৈনিক খোলা কাগজ সম্পর্কে যেসব অভিযোগ এনেছেন তা সত্য ও যুক্তিযুক্ত নয়। ফরিয়াদী (মুনতাসীর মামুন) বলেছেন, প্রতিবেদন ছাপানোর বিরুদ্ধে সম্পাদক মহোদয়ের কাছে প্রতিবাদ পাঠিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো ফরিয়াদী (মুনতাসীর মামুন) কোন প্রতিবাদ পাঠাননি। প্রতিবাদ পাঠালে অবশ্যই প্রতিপক্ষ তা ছাপানোর ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতেন। খোলা কাগজ এর পাঠকমাত্রই অবহিত আছেন যে, প্রতিপক্ষ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রতিবাদ ছাপিয়ে থাকে। সুতরাং, উনারটা না ছাপানোর কোন কারণ থাকতে পারে না।
জনাব মুনতাসীর মামুনকে হেয় করার জন্য এ সংবাদ প্রকাশ করা হয়নি। ফরিয়াদী (মুনতাসীর মামুন) কান্ড শব্দে আপত্তি করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র রাখাল রাহা তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে কান্ড শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাই প্রতিপক্ষও প্রতিবেদনে কান্ড শব্দটি রেখে দিয়েছে। কান্ড দ্বারা সাধারণত কোন কাজ করাই

প্রতিপক্ষ বুঝিয়েছেন। তাছাড়া খোলা কাগজ এ প্রকাশিত সংবাদের শিরোনামে ফরিয়াদীর নাম (মুনতাসীর মামুন) ছাড়াও আবুল বারকাতের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আবুল বারকাত হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এবং জনতা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান। সংবাদের বড় অংশটি আবুল বারকাতকে নিয়েই লেখা হয়েছে। আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই, কারও সম্মানহানিকর সংবাদ প্রকাশ আমাদের সম্পাদকীয় নীতিমালার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। প্রতিপক্ষ অতীতে এ ধরনের গর্হিত সাংবাদিকতা করেনি, ভবিষ্যতেও করবে না।

গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৭ অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত সিলেটে এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, উদ্যোক্তা পরিচালকরাই ফারমার্স ব্যাংক লুটপাট করেছেন। মুনতাসীর মামুন হলেন ফারমার্স ব্যাংকের উদ্যোক্তাদের একজন। অর্থমন্ত্রীর ওই কথা (উদ্যোক্তা-পরিচালকরাই) অনুযায়ী তিনিও লুটপাটের সঙ্গে জড়িত বলেই সাধারণভাবে বুঝা যায়। সিলেট টুডে টুয়েন্টিফোর ডটকম এ অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যসহ খবরটি প্রকাশিত হয় এবং এই খবরেই উদ্যোক্তা হিসেবে মুনতাসীর মামুনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। জাতীয় দৈনিক বণিক বার্তায় ২১ ডিসেম্বর ২০১৭ তে ব্যাংক উদ্যোক্তা শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনেও মুনতাসীর মামুনকে ফারমার্স ব্যাংকের উদ্যোক্তা হিসেবে বলা হয়েছে বিনিয়োগে ৪০১ কোটি ৬১ লাখ টাকা পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ২০১৩ সালে যাত্রা করে নতুন প্রজন্মের বেসরকারি ফারমার্স ব্যাংক। ব্যাংকের মোট ৪০ কোটি ১৬ লাখ ১০ হাজার শেয়ারের মধ্যে ১০ টাকা হিসেবে ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ রয়েছে ২৯৩ কোটি ৬১ লাখ টাকা, যা ব্যাংকটির মোট শেয়ারের ৭৩ দশমিক ১১ শতাংশ। বাকি ১২ প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর মূলধন ১০৮ কোটি টাকা।

ব্যাংকটির প্রভাবশালী অন্যান্য উদ্যোক্তার মধ্যে আছেন- সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহীউদ্দীন খান আলমগীর, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ডের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক মোঃ মাহবুবুল হক বাবুল চিশতী, পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের মেয়ে নাফিসা কামাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক ড. মুনতাসীর উদ্দিন খান মামুন (মুনতাসীর মামুন), লুসাকা গ্রুপের চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান সরকার, মোহাম্মদ মাসুদ, আজমত রহমান, ড. মো. আতাহার উদ্দিন ও অমিকন গ্রুপের প্রধান নির্বাহী মোঃ মেহেদী হাসান।

মুনতাসীর মামুন ফারমার্স ব্যাংকের উদ্যোগক্তা এবং তিনি ব্যাংকটির বিভিন্ন প্রোগ্রামে উপস্থিত থাকেন। ২৮ অক্টোবর ২০১৩ দৈনিক চাঁদপুর বার্তায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল এরকম 'এ ব্যাংক (ফারমার্স ব্যাংক) গণমানুষের ব্যাংক, এ ব্যাংক কচুয়াবাসীর ব্যাংক'- ড. মুনতাসীর মামুন। ওই প্রতিবেদনে উনার বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, ফরিয়াদী (ড. মুনতাসীর মামুন) এ ব্যাংক স্থাপন করেছেন এলাকার শিক্ষক, ব্যবসায়ী, মেহনতি কৃষক, শ্রমিকসহ পেশাজীবী সকল লোকজনের কল্যাণের জন্য। এ ব্যাংকের মাধ্যমে শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও কৃষকসহ সকল মানুষ ছোট ছোট আকারে ঋণ গ্রহণ করে স্ব স্ব অবস্থান থেকে স্বাবলম্বী হবেন। এ ব্যাংক গণমানুষের ব্যাংক, কচুয়াবাসীর ব্যাংক। এ ভেবে ব্যাংকটির উন্নয়নে সবাই এগিয়ে আসবেন।

সুতরাং সঙ্গত কারণেই এ প্রশ্ন হাজির হয়েছে তিনি লুটপাটের সঙ্গেও জড়িত। আর জড়িত যদি না থাকেন তাহলে একজন উদ্যোক্তা হিসেবে কেন ব্যাংকটির লুটপাটে তিনি (মুনতাসীর মামুন) প্রতিবাদ করলেন না। তিনি একটা প্রেস কনফারেন্স করে নিজের অবস্থান পরিস্কার করতে পারতেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গ্রেপ্তার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার পর এদেশের মুক্তিকামী মানুষ পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। শুধু যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করত না তারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি।

এছাড়ার প্রায় সবাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস তার অবস্থান কী ছিল জাতিকে তা জানালে জাতি খুশি হতো। কেননা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাএ রাখাল রাহা তার ভাষ্যে মুনতাসীর মামুন সম্পর্কে ফেসবুকে লিখেছেন, 'তিনি গণমানুষের ইতিহাসবিদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক। মুক্তিযুদ্ধে যেতে পারেননি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষক হয়েছেন। শত শত বই লিখেছেন। তিনি ফারমার্স ব্যাংকের লুটপাটের সঙ্গে জড়িত থাকতেই পারেন না! মাদার অব হিউমিনিটি-র দেশে খোদা তাদের রহমত করুক। গরিবের রক্ত নিংড়ানো টাকাগুলো।' তার ফেসবুকের স্ট্যাটাস থেকে বক্তব্যটি নিয়েছি। ফারমার্স ব্যাংকের কেলেঙ্কারি নিয়ে ফেসবুকে মুনতাসীর মামুনের প্রসঙ্গ টেনে নানামুখী বক্তব্য প্রকাশিত হয়। মুনতাসীর মামুন যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে সর্বজনপরিচিত। এ কারনে বিষয়টি সবাইকে আহত ও ব্যথিত করে। এ নিয়ে সর্বত্র বিষোদগারও হতে থাকে, বিশেষ করে ফেসবুকে। আমরা সেখানে থেকে কয়েকজনের স্ট্যাটাস নির্বাচন করেছি।

বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তি এবং ডিজিটাল যুগে ফেসবুক স্ট্যাটাস থেকে এখন প্রতিপক্ষ অনেক তথ্য নেয়। প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় বিভিন্ন সময় ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে জাতিকে শুভেচ্ছা জানান এবং বিভিন্ন মতামত শেয়ার করেন। আর সেই সূত্র ধরে বিভিন্ন গণমাধ্যম সংবাদ প্রকাশ করে। তাহলে ফেসবুক স্ট্যাটাসকে প্রতিপক্ষ গুরুত্বহীন ভাবতে পারে না।

ফরিয়াদীর প্রতিউত্তরঃ

"ফরিয়াদীর অভিযোগসমূহ সত্য ও যুক্তিযুক্ত নয়"। ফরিয়াদী নিবেদন করেন যে, কোন প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পাঠালে কখনও তা ছাপা হয়, আবার কখনও তা ছাপা হয় না এবং ছাপা হলেও সঙ্গে সঙ্গে নয় [ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে]। এ বিষয়ে নিবেদন করেন যে, প্রতিবাদ পাঠালে যেভাবে ছাপানো হয় তাতে অভিযোগকারীর

অভিযোগ গুরুত্বহীন প্রতিভাত হয়। তাছাড়া প্রতিবেদক ফরিয়াদীর কাছ থেকে তাদের অভিযোগ সম্পর্কে মতামত জানতে চাননি বলেই অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে। যাচাই না করা সঠিক সাংবাদিকতা নয়। এছাড়া লিখিত ঘটনার সত্যতা যাচাই করা ছিল তার জন্য আইনত অবশ্য করণীয়। প্রতিবেদক বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ ফরিয়াদীর বক্তব্য গ্রহণ করেনি।

ফরিয়াদীকে হেয় করার জন্যই ফরিয়াদীর নাম শিরোনামে ব্যবহার করা হয়েছে।

পত্রিকার সম্পাদক প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্বে যাচাই করতে পারতেন, কিন্তু সম্পাদকও তা করেননি।

উদ্যোক্তা ও পরিচালনায় তফাত আছে। একটি প্রতিষ্ঠানে অনেকে শেয়ারহোল্ডার বা উদ্যোক্তা থাকতে পারেন। কিন্তু ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা দায় দায়িত্ব পরিচালকদের, শেয়ারহোল্ডারদের নয় বা উদ্যোক্তাদের নয়। ফরিয়াদী ফারমার্স ব্যাংকের পরিচালক ছিলেন না। সুতরাং ব্যাংকের কর্মকান্ডের জন্য তিনি দায়ী হতে পারেন না।

কোন ব্যাক্তি মানহানিকর ও অসত্য কথা বললে তার অর্থ এ নয় যে সে ব্যক্তির কথাই সত্য। একজন সাংবাদিকের দায়িত্ব হলো যে ব্যক্তি সম্পর্কে উক্তি করেছেন তা সত্য কিনা যাচাই করা। তা না করে প্রতিবেদক মানহানিকর অপরাধ করেছেন।

ফরিয়াদী ২০১৩ সালের প্রোগ্রামে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রেখেছেন। তবে ব্যাংকটির ক্রমাবনতি হয়েছে ২০১৭ সালে। ফরিয়াদী একজন শেয়ারহোল্ডার মাত্র। ফরিয়াদী প্রেস কনফারেন্স করার কথা অবান্তর এবং এটা ফরিয়াদীর অভিযোগের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

ফেসবুক সংবাদের উৎস নয়, ব্যক্তির মতামত মাত্র। যে ব্যক্তির মতামত ভিত্তি করে তারা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন তা সত্য কিনা সেটি যাচাই করার কর্তব্য প্রতিবেদক বা সম্পাদকের। প্রসঙ্গক্রমে তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তিনি জনাব সজীব ওয়াজেদের প্রসঙ্গ এনেছেন। ফরিয়াদীর বক্তব্য জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় শুভেচ্ছা জানান। মতামত জানান কিন্তু তা অসত্য না। এখানেই সাংবাদিকতা ও ব্যক্তির মতামতের পার্থক্য সৃষ্টি হয়। জনাব জয় স্ট্যাটাস দিলে গুরুত্বপূর্ণ, সেটি সংবাদ হতেই পারে এবং তার ভিত্তি না থাকলে তার প্রতিবাদও হতে পারে। কিন্তু রাহুল রাহা রাষ্ট্রের কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নন এবং তার স্ট্যাটাসের মাধ্যমে সংবাদ শিরোনাম করে ব্যক্তির চরিত্র হনন সাংবাদিকতার রীতি নয়।

তিনি শুধু ফেসবুক স্ট্যাটাস উদ্ধৃতি করেননি তার ওপর ভিত্তি করে যে বক্তব্য দিয়েছেন সংবাদের প্রথম প্যারা ও ষষ্ঠ প্যারায় তা প্রতিবেদকের। অভিযোগের একটি কারণ তা। প্রসংঙ্গক্রমে ফরিয়াদী প্রথম ও ষষ্ঠ প্যারা উদ্ধৃত করেছেন।

"প্রথম প্যারাঃ

"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপকের কান্ডে মানুষ ক্ষুব্ধ, বিরক্ত ও ব্যথিত। তাদের প্রতি সাধারণ মানুষের বিষোদগারও বাড়ছে। এই দুই শিক্ষক হলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত এবং ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন।"

ষষ্ঠ প্যারাঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন এ ব্যাংকটির পরিচালক। পরিচালক হিসেবে তিনি এ ব্যাংকের জালিয়াতির ঘটনার দায় এড়াতে পারেন না। ব্যাংকটির সাবেক চেয়ারম্যান মহীউদ্দিন খান আলমগীর মুনতাসীর মামুনের চাচা। মুনতাসীর মামুন বিভিন্ন সময় অনেক উপদেশমূলক কথা বললেও তিনি একজন লুটেরা বলে সবাই মনে করেন। তা না হলে তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পত্রপত্রিকায় কলাম লিখলেও ফারমার্স ব্যাংকের দুর্নীতি নিয়ে কেন লিখছেন না।"

সংবাদপত্রের অনেক ফেসবুকে মিথ্যা মন্তব্য করলে/ভিত্তিহীন সংবাদ দিলে বা সেটি যারা পুনঃমুদ্রণ করেন তারাও আইনের দৃষ্টিতে সমানভাবে দায়ী। কোন সাংবাদিক তার ডিফেন্সে বলতে পারেন না যে, তিনি যা ছেপেছেন সেটি ফেসবুকে অন্য ব্যক্তির স্ট্যাটাস এবং সেখান থেকে নেয়া হয়েছে।

ফরিয়াদীকে 'লুটেরা' বলা বা ফারমার্স ব্যাংকের 'দুর্নীতি' র সঙ্গে ফরিয়াদী যুক্ত আছে উল্লেখ করে প্রতিবেদক অপসাংবাদিকতা করেছেন। প্রতিবেদক **"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন এ ব্যাংকটির পরিচালক। পরিচালক হিসেবে তিনি এ ব্যাংকের জালিয়াতির ঘটনার দায় এড়াতে পারেন না"।**

অসত্য তথ্য দিয়ে প্রতিবেদন ছেপে ফরিয়াদীর অপূরণীয় ক্ষতি করেছেন।

যুক্তিতর্কঃ

বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব এ কে রাশেদুল হক প্রতিবেদনের প্রথম প্যারা ও ষষ্ঠ প্যারা পত্রিকায় প্রকাশিত অনুচ্ছেদ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিবেদন করেন যে জনাব ড: আবুল বারকাত এবং ফরিয়াদী ড. মুনতাসীর মামুন সম্পর্কে এক সাথে মিলিয়ে প্রতিবেদন ছেপেছেন। ড. বারকাত ছিলেন জনতা ব্যাংকের চেয়ারম্যান। কিন্তু ড: মুনতাসীর মামুন অনেক উদ্যোক্তাদের একজন এবং তিনি পরিচালক বা পরিচালনা কমিটিতেও ছিলেন না। এখানে ড. মুনতাসীর মামুনকে পরিচালক এবং উদ্যোক্তা হিসাবে চিহ্নিত করে অত্যন্ত অশালীন শব্দ চয়নে প্রতিবেদনটি প্রচার করেছেন। কিন্তু প্রতিবেদক ড. মুনতাসীর মামুন থেকে কোন বক্তব্য গ্রহণ করেননি। এই তথাকথিত প্রতিবেদনটি ছেপে ড. মুনতাসীর মামুনকে জনসম্মুখে অসম্মান এবং অপদস্থ করেছেন, এটা কিন্তু সাংবাদিকতা নয়

বরং অপসাংবাদিকতা এবং দুর্বৃত্তায়ন। মাননীয় অর্থ মন্ত্রী কিন্তু তাঁর বক্তব্য কোন উদ্যোক্তার নাম উল্লেখ করেননি, তিনি ঢালাও ভাবে বক্তব্য দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে প্রতিবেদক ড. মুনতাসীর মামুনকে বেছে নিয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে এই প্রতিবেদন ছাপিয়েছেন জনাব মুনতাসীর মামুনের মানহানি করার উদ্দেশ্যে এই প্রতিবেদনটি ছেপেছেন। তিনি আরও নিবেদন করেন যে, প্রতিবেদনটি বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে প্রতিবেদক এর সাংবাদিকতার মৌলিক জ্ঞান আছে বলে প্রতিয়মান হয় না। কারণ ফেসবুকের কোন স্ট্যাটাস কোন খবরের উৎস বা সূত্র হতে পারেনা, কারণ ফেসবুকের স্ট্যাটাস কোন সংবাদ নয় এবং এটা ছাপাতে হলে তাও কিন্তু যাচাই করতে হবে, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। তিনি আরও বলেন নৈতিক, সাংবাদিকতার তিনটি মাত্রা আছে। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে একটি নীতির ও প্রতিফলন ঘটেনি।

তিনি বলেন, তথ্য ও সত্য প্রকাশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সর্বজন স্বীকৃত। তবে মনে রাখা আবশ্যক যে সাংবাদিকতার স্বাধীনতা অর্থ অনুমোদিত সেচ্ছাচারিতা নয়। বস্তুনিষ্ঠ তথ্য এবং পূর্ণাঙ্গ সত্য প্রকাশ করা প্রত্যেক সংবাদিকেরই নৈতিক দায়িত্ব, কিন্তু প্রতিবেদক বর্তমান ক্ষেত্রে সত্য প্রকাশে ব্যর্থ হয়েছেন।
তিনি কাউন্সিল আইনের ১২ ধারার আলোকে প্রতিপক্ষকে তিরস্কার করার জন্য আবেদন করেন।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী ফরিয়াদীর আইনজীবীর যুক্তিতর্কে দ্বিমত পোষণ করে নিবেদন করেন যে, এই প্রতিবেদনটি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যের উপর নির্ভর করেই প্রকাশ করেছেন, এতে ফরিয়াদীকে অসম্মান করার উদ্দেশ্য ছিলনা এবং প্রতিবেদনটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ছিলনা। প্রতিবেদক সংবাদ বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। তবে এটা সত্য যে প্রতিবেদক প্রতিবেদনটি প্রচারের পূর্বে ফরিয়াদীর বক্তব্য গ্রহণ করেননি। এতে আইনজীবী আরও নিবেদন করেন যে, এই ভুলটুকু সচেতন ভাবে করা হয়নি। আইনজীবী এ প্রেক্ষিতে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং প্রতিবেদক ভবিষ্যতে কোন প্রতিবেদন প্রচারের পূর্বে সাবধানতা অবলম্বন করবেন বলে বিচারিক কমিটিকে আশ্বস্ত করেন। তিনি প্রতিপক্ষের জবাবের শেষ অংশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন "প্রতিপক্ষ খোলা কাগজ সত্যনিষ্ঠ সংবাদই পরিবেশন করে থাকে। তারপরও প্রতিপক্ষের প্রকাশিত কোন খবর যদি কাউকে কোন প্রকার হেয় ও সম্মানহানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে প্রতিপক্ষ অনিচ্ছাকৃত এ ত্রুটির জন্য প্রতিপক্ষ দুঃখ প্রকাশ করছে।" এবং বলেন যে অভিযোগকারীর অভিযোগ প্রশমিত হয়েছে।
পরিশেষে, অভিযোগটি খারিজ করার জন্য আবেদন করেন।

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ
পক্ষগণের আইনজীবীদের বক্তব্য শ্রবন করা হয়েছে। ফরিয়াদীর আর্জি, প্রতিউত্তর এবং প্রতিপক্ষের জবাব বিশ্লেষণ করা হলো। "দৈনিক খোলা কাগজ" পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের ১ম প্যারা ও ৬ষ্ঠ প্যারা বিশ্লেষণ করা হলো। ফরিয়াদীর অভিযোগ হলো, এই প্রতিবেদনটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। ফরিয়াদীকে জনসম্মুখে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য। প্রতিপক্ষের বক্তব্য হলো তিনি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে একটি বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন, তবে ফরিয়াদীকে জনসম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন বা মানহানি করার জন্য নয়। প্রতিবেদনটি বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, প্রতিপক্ষ প্রতিবেদনটি প্রকাশের পূর্বে ফরিয়াদীর বক্তব্য গ্রহণ করেননি এবং এরূপ বক্তব্য ও তিনি তাঁর জবাবে উল্লেখ করেননি। প্রতিপক্ষের আইনজীবীও ফরিয়াদীর বক্তব্য না নেয়ার কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। প্রতিবেদনটি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন ছেপেছেন বলে দাবী করেছেন, তবে মন্ত্রীর বক্তব্য কোন খবরের উৎস হতে পারেনা। প্রতিবেদন প্রচারের পূর্বে নিরপেক্ষভাবে তথ্য যাচাই করাই সাংবাদিকতার নীতি আদর্শ; কিন্তু স্বীকৃত মতে প্রতিবেদক ফরিয়াদীর বক্তব্য গ্রহণ করেননি, তবে প্রতিবেদক মুনতাসীর মামুনের নাম উল্লেখ করে তাঁর অর্থের উৎসের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেছেন এবং তা জনসম্মুখে প্রকাশ করে ফরিয়াদীকে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি ফরিয়াদীকে অবৈধ অর্থের মালিক বলে তাঁর প্রতিবেদনে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে, প্রতিবেদক আরম্ভ করেছেন জনতা ব্যাংকের টাকা আত্মসাত এর বিষয় এবং ফারমার্স ব্যাংকের অনিয়ম সম্পর্কে। কিন্তু এর সাথে টেনে এনেছেন 'মুক্তিযুদ্ধ' প্রসংগ। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করেছেন শুধু যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন না তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি। এ যেন ধান ভানতে শিবের গান। বিষয়ের সাথে সংগতি নেই বিধায় এই প্রতিবেদনটির মৌলিকত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে ফরিয়াদীর সুনামের ক্ষতি করা হয়েছে, যা টাকা দ্বারা পূরণ করা সম্ভব নয়। প্রতিপক্ষ যা করেছেন এটা সাংবাদিকতা নয় বরং অপসাংবাদিকতা।

এই মামলাটির প্রসংগে জনাব গোলাম সারওয়ার সম্পাদক **"সমকাল"** এর প্রবন্ধ পিআইবি কর্তৃক হলুদ সাংবাদিকতা পুস্তকে প্রকাশিত খুবই প্রাসংগিক বিধায় উক্ত প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ উদ্বৃত করা হলোঃ-

> *"আমাদের দেশে দুই ধারার সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। একটি মূলধারার। মূলধারার সংবাদপত্রে একটি মানদন্ড বজায় রেখে, সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতা বিবেচনায় নিয়ে মোটামুটিভাবে সংবাদ প্রকাশ করার*

চেষ্টা করা হয়। সেখানে যে কোন সংবাদ যেনতেনভাবে প্রকাশ না করে সর্বজনীন নীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়। পাশাপাশি আরেক ধরনের সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, এর সংখ্যা অনেক বেশি। একজন পাঠক হিসেবে মনে হয়, সেখানে সংবাদের সোর্স সঠিক কিনা তা যাচাই করা হয় না, নিরপেক্ষ সূত্র থেকে সংবাদের সত্যতা নিশ্চিত করা হয় না; সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতা মানা হয় না। কোন সংবাদ প্রচারের ফলে কারো ব্যক্তিগত জীবন ব্যাহত হলো কিনা তা পরোয়া করা হয় না। বলতে গেলে এসব কিছুই মানা হয় না। বরং পাঠককে মুখরোচক কিছু দেওয়ার জন্যই এসব ছাপা হয়-এই দুটো ধারার সংবাদপত্র আছে। দ্বিতীয় ধারা নিয়ে আমার কোন বক্তব্য নেই। কারণ এসব সংবাদপত্র সাংবাদিকতার ন্যূনতম মান বজায় রাখে না। আমি মনে করি এ ধরনের সংবাদপত্র প্রকাশ হওয়া উচিৎ নয়। এটা এক ধরনের হলুদ সাংবাদিকতার অংশ। কোন বিষয়ে নিশ্চিত না হয়েই যা খুশি লিখে দিলাম। যেমন কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেল, কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকতেই পারে। তবে যারা অভিযোগ করে তাদেরও স্বার্থ হাসিলের ব্যাপার থাকে অনেক সময়। একজন প্রতিবেদক বা রিপোর্টারের দায়িত্ব হচ্ছে এই অভিযোগটাকে মিথ্যা ধরে নিয়ে এর সত্যটাকে অনুসন্ধান করা। তাহলেই আসল সত্য তথ্য বের হয়ে আসবে। খবরের সত্যাসত্য অনুসন্ধান করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অভিযোগ পেলেই ছেপে দেওয়া হলো, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেল তার কোন বক্তব্য নেওয়া হলো না। এতে তাঁর সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হলো। এই যে ইচ্ছামতো যা খুশি লেখা বা প্রচার করা হলো সেটাই ইয়োলো জার্নালিজম বা হলুদ সাংবাদিকতা।"

ফরিয়াদীর অভিযোগ, প্রতিপক্ষের মূল জবাব, প্রতিউত্তর এবং পক্ষগণের দাখিলী কাগজপত্র এবং তাদের বক্তব্য বিবেচনা করে সদস্য জনাব স্বপন দাশ গুপ্ত এর সাথে একমত হয়ে বিচারিক কমিটি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, প্রতিপক্ষ ভিত্তিহীন সংবাদ প্রতিবেদন প্রচার করে সাংবাদিকদের আচরণবিধি লঙ্ঘণ করেছেন এবং জনগণের রুচির বিরুদ্ধে অপরাধ করেছেন যা পেশাগত অসদাচরণ ব্যতিত অন্য কিছু নয়। তাই প্রতিপক্ষকে তদ্রুপ গর্হিত আচরণের জন্য ভর্ৎসনা করে ভবিষ্যতের জন্য সর্তক করে দেয়া হলো। প্রতিপক্ষ **"**দৈনিক খোলা কাগজ**"** এর সম্পাদক ভবিষ্যতে তদ্রুপ সংবাদ বা কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশের পূর্বে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করবেন বলে এই বিচারিক কমিটি প্রত্যাশা করে।

রায় প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষের পত্রিকায় রায়টি প্রচারিত সংবাদের জায়গাটিতে ছাপিয়ে একটি কপি প্রেস কাউন্সিলে দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

ফরিয়াদী প্রয়োজন ইচ্ছা করলে তাঁর নিজ খরচে যে কোন দৈনিক, সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক পত্রিকায় এই রায়টি ছাপাতে পারেন, তবে রায়টি ছাপিয়ে একটি কপি প্রেস কাউন্সিলে দাখিল করতে নির্দেশ দেয়া হলো।

স্বাক্ষরিত/-

বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-

স্বপন দাশ গুপ্ত
সদস্য